বর্তমান সরকারের দুই বছরের সাফল্য

(২০০৯-২০১০)

সড়ক ও রেলপথ বিভাগ
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

১.	**অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ**	**০১**
১.১	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০১
১.২	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০২
১.৩	বিআরটিসি	০৪
২.	**সরকারের দু'বছরের সফল অর্জনসমূহ**	**০৪**
৩.	**বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ**	**০৮**
৩.১	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০৮
৩.২	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০৯
৪.	**বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের কয়েকটি**	**১২**
৫.	**রেলওয়ের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ**	**১৪**
৬.	**জুন ২০১১ এর মধ্যে সমাপ্তযোগ্য প্রকল্পসমূহ**	**১৫**
৭.	**অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ**	**১৬**
৭.১	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১৬
৭.১.১	দেশীয় অর্থায়নে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ	১৬
৭.১.২	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ	১৬
৮.	**ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম**	**১৭**

বর্তমান সরকারের দুই বছরে
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও রেলপথ বিভাগের অর্জিত সাফল্য ও গৃহীত কার্যক্রম

১. অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ ঃ

বর্তমান সরকার ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে দায়িত্ব গ্রহণের পর হতেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নার্থে দেশব্যাপী একটি নিরাপদ, পরিবেশ-বান্ধব ও ব্যয়-সাশ্রয়ী সড়ক ও রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত সড়ক উন্নয়নে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৪৩০.১৩ কোটি টাকায় ৯০ টি নতুন প্রকল্প এবং রেলপথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের জন্য প্রায় ১২৭৫১.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে । অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হলো ঃ

১.১. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর :

- মিরপুর-এয়ারপোর্ট সড়কে ১৯১.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ফ্লাইওভার ও বনানী রেল ক্রসিং-এ ওভারপাস নির্মাণ;
- বহদ্দারহাট থেকে তৃতীয় কর্ণফুলী সেতুর এপ্রোচ পর্যন্ত সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প;
- জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ;
- ঢাকা শহরের জুরাইন রেলক্রসিং এ ৫৫.৪৭ কোটি টাকা ভারতীয় ঋণে ওভারপাস নির্মাণ;
- জাতীয় মহাসড়ক এন-১, এন-২ ও এন-৮ এর সংযোগসাধন করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যোগাযোগের জন্য নারায়নগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলায় শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট এর অর্থায়নে ৩৭৭.৬৩ কোটি টাকায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ;
- মোট ৯৫.৬১ কোটি টাকায় নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা সড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ;
- উল্লাপাড়া-বেলকুচি সড়কে করোতোয়া নদীর উপর মোট ৫৪.৪৫ কোটি টাকায় সোনাতলা সেতু নির্মাণ;
- মোট ১১৯.৯১ কোটি টাকায় মদনপুর-দিরাই-শাল্লা সড়ক নির্মাণ (দিরাই-শাল্লা অংশ);
- বাধাঘাট-এয়ারপোর্ট সংযোগ সড়ক নির্মাণ, যার জন্য ব্যয় হবে ২৩.৮৯ কোটি টাকা;
- মানিকখালী সেতুসহ-আশাশুনি-পাইকগাছা সড়ক উন্নয়ন, ব্যয় হবে ৬৬.৮৯ কোটি টাকা;
- নড়িয়া-পাঠানবাড়ী-নয়ন-মাতবারকান্দি-ডগরী-শাওড়া সড়ক (মোট ব্যয় ৩২.৭১ কোটি টাকা);
- বাউশী-গোপালপুর-ভুয়াপুর (মধুপুর সংযোগসহ) সড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নয়ন (মোট ব্যয় ১০৬.১৪ কোটি টাকা);
- চিতলমারি-ফকিরহাট (ফলতিতা) সড়ক উন্নয়ন (মোট ব্যয় ২২.৭৯ কোটি টাকা);
- বানিয়াচং-নবীগঞ্জ সড়ক নির্মাণ (মোট ব্যয় ৪৬.৯২ কোটি টাকা);
- মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন গোলড়া-সাটুরিয়া সড়কের বিভিন্ন কিঃমিঃ এ ৬ টি সেতু নির্মাণ(মোট ব্যয় ২০.৩৪ কোটি টাকা);
- বাজুনিয়া-গান্দাসুর-সাতপার-হাতিয়ারা-রামদিয়া (রামদিয়া বাজার বাইপাসসহ) সড়ক নির্মাণ;
- লেবুখালী-দুমকী-বগা-বাউফল-কালাইয়া-দশমিনা-গলাচিপা-আমরাগাছিয়া সড়ক পুনঃনির্মাণ;
- গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তারাইল সড়ক উন্নয়ন;

- সরাইল-বিবাড়িয়া-সুলতানপুর-চিনাইর-আখাউড়া-সেনারবাদি সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ;
- মাদারীপুর (কুলপদ্দি)-কালকিনি-ভুরঘাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন;
- পাবনা শহরের বিদ্যমান সড়কের পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ ও মিডিয়ান নির্মাণ (বাস টার্মিনাল থেকে খাসপাড়া);
- শেরপুর-ধুনট-কাজীপুর-সিরাজগঞ্জ সড়কের ৯ম কিমিতে বথুয়াবাড়ী সেতু নির্মাণ;
- ভোমরা স্থলবন্দরসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ ;
- মাগুরা-মোহাম্মদপুর-কালিশংকরপুর-নহাটা-লোহাগড়া সড়ক উন্নয়ন (মাগুড়া অংশ);
- রংপুর বিভাগীয় সদরে অবস্থিত সওজ সড়ক সমূহ ৪ লেনে উন্নীতকরণ;
- গফরগাঁও-বর্মী-মাওনা সড়কে ত্রিমোহনী সেতু নির্মাণ;
- চট্রগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় কালীন্দিরানী সড়কের ১০ম কিমি এ শীলক নদীর উপর রাজারহাট সেতু নির্মাণ;
- বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন;
- চরখাই-শেওলা-বিয়ানীবাজার-বাড়ইগ্রাম সড়কের বিয়ানীবাজার শহরাংশে সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ (সরু ও পুরাতন সেতুর স্থলে নতুন ৭টি সেতু নির্মাণসহ) ;

বর্ণিত প্রকল্পসমূহ ছাড়াও দেশব্যাপী ক্ষতিগ্রস্ত জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক অবকাঠামো দ্রুততম সময়ের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ১৪১০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

১.২. বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ

- বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তে ট্র্যাকের ওপর লোড মনিটরিং ডিভাইস স্থাপন। (০১-০১-২০০৯ হতে ৩১-১২-২০১০);
- বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন- পঞ্চগড় এবং কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর। (০১/০২/০৯ হতে ৩১/০১/২০১২)
- সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপ আধুনিকীকরণ। (০১/০১/০৯ হতে ৩০/০৯/২০১২)
- ময়মনসিংহ-জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সেকশনের পুনর্বাসন। (০১/০৩/০৯ হতে ৩০/০৬/২০১২)।
- দূর্ঘটনায় রিলিফ ট্রেন হিসাবে ব্যবহারের জন্য ৬০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি এম জি এবং ৮০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি বিজি ক্রেন সংগ্রহ। (১৫/০৩/০৯ হতে ৩০/০৯/২০১১)
- ২০০ টি এমজি এবং ৬০টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী পুর্নবাসন। (০১-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬- ২০১৩)
- রপ্তানী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (০১-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশন সমুহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ। (০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১২)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর -চিলাহাটি সেকশনের পুনর্বাসন। (০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১২)
- জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুর্নবাসন ও আধুনিকীকরণ। (০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর রেলপথ পুনঃচালুকরণ এবং পুকুরিয়া-ভাঙ্গা রেলপথ নির্মাণ। (০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত মিটারগেজ সিংগেল লাইন রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ। (০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪)

- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৮০টি বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। (০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১২)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১২৫টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। (০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০টি ব্রড গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ। (০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)
- কন্টেইনার পরিবহনের জন্য এয়ার ব্রেক সম্বলিত ৫০টি ফ্যাট ওয়াগন (বিএফসিটি) ও ৫টি এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। (০১/০৮/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১২)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের কালুখালী-ভাটিয়াপড়া সেকশনের পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ- টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ। (০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪)
- ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ। (০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের লাকসাম-চাঁদপুর সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬- ২০১৩)
- রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ। (০১-০৮-২০১০ হতে ৩০-০৬- ২০১৪)
- খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ। (৩১/১২/১০ হতে ৩১/১২/২০১৩)
- ১৫০ এমজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। (০১/১২/১০ হতে ৩০/০৬/২০১২)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২৬৪টি এমজি কোচ ও ২টি বিজি ইন্সপেকশন কার সংগ্রহ। (২০-১০-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)
- কনটেইনার পরিবহণের জন্য ১৭০টি এমজি ফ্যাট বগি ওয়াগন এবং ১১টি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। (২০-১০-২০১০ হতে ৩১-১২-২০১২)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৩০টি বিজি ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০সেট (তিন ইউনিটে এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ এবং
- বিমানের জ্বালানী পরিবহনের জন্য ১০০ টি এমজি বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৫টি এয়ারব্রেক সম্বলিত এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ।

বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের লক্ষ্য হলো নতুন ১২৮ কিঃমিঃ মিটারগেজ ও ৩২৬.৭৫ কিঃমিঃ ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ। বিদ্যমান ১৫৯.৮৪ কিঃমিঃ মিটারগেজ ও ৫৯.৪০ কিঃমিঃ ব্রডগেজ রেলপথ পুনর্বাসন, ১৪৮ কিঃমিঃ মিটারগেজ রেলপথ ডুয়েলগেজে ও ব্রডগেজে রূপান্তর, বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তে লোড মনিটরিং ডিভাইস সরবরাহ, দূর্ঘটনা রিলিফ ট্রেনের জন্য এমজি ও বিজি ক্রেণ সংগ্রহ, বিভিন্ন স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, ২০০টি এমজি ও ৬০টি বিজি যাত্রিবাহী গাড়ী পুনর্বাসন, ৩০ সেট বিজি ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ ও ঢাকা চট্টগ্রাম শহরের আশে পাশের এলাকার যানজট নিরসনে দ্রুতগতির ১০ সেট রেল ক্রস (ডিইএমইউ) সংগ্রহ। অন্যান্য স্থাপনা ও রোলিংস্টকসহ ধীরাশ্রমে একটি আইসিডি স্থাপন করা হবে। এছাড়া, ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের অর্থায়নে ১০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ১২৫টি ব্রডগেজ ও ৪১৪ টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী গাড়ী, ২টি ব্রডগেজ ইন্সপেকশন কার, ১৮০টি ব্রডগেজ ট্যাংক ওয়াগন, ২২০টি মিটারগেজ ফ্লাট ওয়াগন সংগ্রহসহ খুলনা-মংলা রেললাইন নির্মাণ এবং ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ করা হবে।

১.৩. বিআরটিসি ঃ

এনাম কমিটির সুপারিশমতে বিআরটিসি অর্গানোগ্রামে ১০০০টি বাস ও ৫০০টি ট্রাক পরিচালনার সংস্থান রয়েছে। কিন্তু বিআরটিসি-তে বর্তমানে ৫৬৩টি বাস রয়েছে, যা অনেক পুরনো এবং ক্রমান্বয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে বিআরটিসি'র বাসের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে নতুন বাস সংগ্রহের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- এনডিএফ ঋণের আওতায় ৩০০টি একতলা সিএনজি বাস সংগ্রহ।
- ইডিসিএফ ঋণের আওতায় ৩০০টি বাস সংগ্রহ।
- ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় ৪৫০টি বাস সংগ্রহ।

২. সরকারের দু'বছরের সফল অর্জনসমূহ ঃ

শহীদ বুদ্ধিজীবি সেতু

ঢাকা মহানগরীর পশ্চিমাংশের সাথে বুড়িগঙ্গা তীরবর্তী কেরানীগঞ্জের যাতায়াত সহজ করার জন্য কুয়েত ফান্ডের সহায়তায় চুরাশি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত শহীদ বুদ্ধিজীবি সেতু (৩য় বুড়িগঙ্গা সেতু) গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ সেতু কেরানীগঞ্জসহ দক্ষিণাঞ্চলগামী যানবাহনে চলাচলের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু (৩য় বুড়িগঙ্গা সেতু) উদ্বোধন করেন

ঢাকা বাইপাস সড়ক

জয়দেবপুর হতে দেবগ্রাম-ভূলতা-নয়াপুর বাজার হয়ে ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের মদনপুর পর্যন্ত ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা বাইপাস সড়কটি ৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। এ সড়কটিকে ৪ লেনে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখ ঢাকা বাইপাস সড়কটি যান চলাচলের জন্য উম্মুক্ত করে দেয়া হয়

শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু নির্মাণ

টঙ্গী-কালিগঞ্জ-ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা সড়কের ১ম কিলোমিটারে টঙ্গী রেলক্রসিং স্থলে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু গত ২৩ মে ২০১০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যান চলাচলের জন্য উম্মুক্ত করে দেয়া হয়।

শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু

সুলতানা কামাল সেতু

বৃহত্তর সিলেট, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়াগামী যানবাহনের ঢাকা প্রবেশ ও নির্গমন সহজ করার লক্ষ্যে কাঁচপুর সেতুর বিকল্প শীতলক্ষ্যা নদীর উপর সুলতানা কামাল সেতু (২য় শীতলক্ষ্যা সেতু) ২৬ জুন ২০১০ এ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ জুন ২০১০ তারিখে সুলতানা কামাল সেতু (২য় শীতলক্ষ্যা সেতু) উদ্বোধন করেন

হযরত শাহ আমানত (রহঃ) সেতু

দক্ষিণ চট্টগ্রাম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা ও পর্যটন জেলা কক্সবাজার এর সাথে যাতায়াত সহজ ও সুগম করার লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর উপর হযরত শাহ আমানত (রহঃ) সেতু নির্মাণ করা হয়েছে এবং গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্ণফুলী নদীর উপর নির্মিত হযরত শাহ আমানত সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন

শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সেতু (দপদপিয়া সেতু)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে কুয়েত ফান্ডের সহায়তায় ২৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সেতুর (দপদপিয়া সেতু) শুভ উদ্বোধন করেন

শেখপুর সেতু

মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী মাদারীপুরে শেখপুর সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন

- সীমান্ত (সন্ধ্যাকুড়া-হাতিপাগাড়-হালুয়াঘাট) সড়কে ভোগাই নদীর উপর ভোগাই সেতু নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

৩. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ ঃ

৩.১. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ঃ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে দেশী-বিদেশী অর্থায়নে ১০৩ টি প্রকল্প চলমান আছে যার অনুকূলে চলতি বছরে ৫৬০.৯৭ কোটি টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ সর্বমোট ১৭২৬.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। চলমান প্রকল্পসমূহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো ঃ

প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
❖ তিন সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে রংপুর-কুড়িগ্রাম/লালমনিরহাট সড়কে তিস্তা সেতু নির্মাণ	১২০.০০
❖ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ	২৩৮২.১৭
❖ ঢাকা নারায়নগঞ্জ লিংক রোড ৪ লেনে উন্নীতকরণ	৫৫.৯২
❖ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-১ (বৃহত্তর ময়মনসিংহ, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল)	৬৯১.০৫
❖ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-২ (চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল)	১০৯২.৯৩
❖ ডেমরা-আমুলিয়া-শেখের জায়গা-রামপুরা সড়ক নির্মাণ	৯৭.৮৭
❖ পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কের (২২.০০ কিঃমিঃ) অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প	৫৬.৯৬
❖ পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে খেপুপাড়া, হাজীপুর ও মহীপুরে ৩টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প	১৩০.৪৩
❖ গৌরনদী-আগৈলঝড়া-পয়সারহাট-গোপালগঞ্জ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	১৬৪.০০
❖ টুঙ্গিপাড়া-কোটালিপাড়া (মাইজবাড়ী) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	৬১.০৪
❖ মাদারীপুর-আগৈলঝড়া সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ প্রকল্প	৩১.৪৭
❖ পাবনা থেকে বাঁধেরহাট ভায়া নাজিরগঞ্জ ফেরীঘাট হয়ে রাজবাড়ী জেলার সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ	৪১.৩৭
❖ কক্সবাজার-টেকনাফ-মেরিনড্রাইভ সড়ক-২য় পর্যায় (ইনানী থেকে সিলখালী পর্যন্ত)	১৫৫.৭৬
❖ বেতগ্রাম-তালা-পাইকগাছা-কয়রা সড়কের ৩৩তম কিলোমিটারে শিবসা নদীর উপর শিবসা সেতু নির্মাণ	৫৮.২৯
❖ গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ সড়কের ৭তম কিলোমিটারে শৈলমারী নদীর উপর বটিয়াঘাটা সেতু নির্মাণ	২৫.৭৫
❖ সুরমা নদীর উপর পুরাতন কীন সেতুর নিকটে কাজিরবাজার নামক স্থানে পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ	৯৮.৮৮
❖ ইষ্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। জাইকার সহায়তায় সওজ এর কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা জোনে ১৩৬টি মাঝারি আকারের পুরাতন সেতু পুনঃনির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	৬৯০.৯০

৩.২. বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ

বাংলাদেশ রেলওয়েতে অধিক সংখ্যক ট্রেন পরিচালনার লক্ষ্যে এবং সম্মানিত যাত্রী সাধারণের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ নিম্নবর্ণিত মোট ৫৮টি প্রকল্প (জিওবি-৩৩ ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট-২৫) অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে, যা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

জিওবি প্রকল্পসমূহ ঃ

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	(লক্ষ টাকায়) প্রকল্পের মোট ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা)
❖ পদ্মা সেতুর ওপরে রেল লিংকসহ ভাঙ্গা হতে মাওয়া পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন নির্মাণ।	৩৪৬৪৮১.৮৩ (১২২৩৮৩.৪৪)
❖ ৭০টি মিটারগেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ। (০১-১০-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	২১২৯৭০.৮৪ (১৪৮০২১.৫)
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের চিনকিআস্তানা-আশুগঞ্জ সেকশনের ক্ষয়প্রাপ্ত রেল সম্পূর্ণ নবায়ণ এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ। (০১/০২/২০১১ হতে ৩০/০৬/১৩)	২২৮৮৮.৪ (১১৯২৪.৫৭)
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৭৫৫৬.৩
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৭২৭০.৬৮
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১৫৬৬১.৭ (৪২৮৩.৪১)
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের মির্জাপুর-মৌচাক স্টেশন এবং টাংগাইল-ইব্রাহিমাবাদ স্টেশনের মধ্যে অবস্থিত কালিয়াকৈর এবং এলেংগাতে ২টি "বি" ক্লাস স্টেশন নির্মান। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৪৬৫৯.২৯ (১৫৭৮.৮৪)
❖ একটি পুরাকীর্তি হিসেবে কেন্দ্রীয় রেলভবন, চট্টগ্রাম এর পুনর্বাসন। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	২৮৪৭.৮৬
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৫৮টি (১৭টি বিজি এবং ৪১টি এমজি) ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ পুনর্বাসন। (০১-০৭-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	২৪৮৫৮.৭৯ (১৫৭১২.২)
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০ সেট (তিন ইউনিট এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৪)	৬৫৪৪২.৯২ (৪৬৫৩৮.৩৩)
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের ইন্টারসিটি ট্রেন এবং পার্শ্বেল ট্রেনের জন্য ২৬টি বিজি লাগেজ ভ্যান এবং ৪টি বিজি শোভন চেয়ার উইথ প্যান্ট্রি এনং গার্ড ব্রেক সংগ্রহ। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১১৮৫৮ (৮২৮০)
❖ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১০০৫৩.৯৭
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইনকে ডুয়েলগেজে রুপান্তর (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৫৬৯১৯.০৮ (৭৩৪২.৯০)
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৩)	১৩৮৫৬.০০
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত সেকশনে মিটারগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ। (০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৩)	৬৫৫৮৯.৪৫ (২৩১৮.৪২)

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	(লক্ষ টাকায়) প্রকল্পের মোট ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা)
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ লাইন নির্মাণ। (০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৩)	৫০৫৭৪.২৭
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের ঈশ্বরদী-ইপিজেড এর সাথে রেল সংযোগ লাইন নির্মাণ। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৬২০৫.০৩ (৬৫৮.৬৪)
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের উত্তরা-ইপিজেড এর সাথে রেল সংযোগ লাইন নির্মাণ। (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১০৭৫৬.৯৪ (৮০.৮৫)
❖ নোয়াখালী হতে চেয়ারম্যান ঘাট পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন মিটারগেজ রেলওয়ে ট্র্যাক বর্ধিতকরণ। (০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৩)	২৩০২৯.২২ (৫৪৬.১৩)
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের ভৈরববাজার-ময়মনসিংহ সেকশনের পুনর্বাসন প্রকল্প। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১৮৫৬২.২৭
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের জামালপুর-তারাকান্দি জগন্নাথগঞ্জঘাট সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৯৭১৭.৩৫
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের সিলেট-ছাতকবাজার সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১১৪১৬
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের বোনারপাড়া-কাউনিয়া মিটারগেজ সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১৪২৩১.৫১
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের ফেনী-বেলোনিয়া সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৭৫৫০.৭২
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজশাহী হতে আব্দুলপুর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলওয়ে লাইনকে ডুয়েলগেজে রুপান্তর। (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৫৪৭৭২.৭৫ (৭৯২৯.১২)
❖ নাভারন থেকে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (০১-০৭-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১১)	১২৩৩.৭৮ (৭৮.০৪)
❖ ঢাকা শহরের চারদিকে সার্কুলার রেল লাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১২)	৯৬৭.১৭
❖ নাজিরহাট থেকে পানুয়া পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন নির্মাণের সার্ভে/সমীক্ষা। (০১-০১-২০১১ হতে ০১-০১-২০১২)	১৯৮.৫৮ (১৭)
❖ ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ন লেভেল ক্রসিং গেটসমূহের উপর ওভারপাস/ফ্লাইওভার নির্মাণ। (৩১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৪)	২০০০০
❖ হাটহাজারী থেকে রাঙ্গামাটি পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (০১-০১-২০১১ হতে ০১-০১-২০১২)	১৩৭২.৩৮ (৮৩০.৫৮)
❖ ঢালারচর ও রাজবাড়ীকে সংযুক্ত করে পদ্মা নদীর ওপর রেলওয়ে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ নির্মাণ। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-১২-২০১২)	১২৫০০০ (৯৮০০০)
❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ সেতুসমূহের পুনর্বাসন। (০৩-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১২)	৫০০

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মোট ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা)
বাংলাদেশ রেলওয়ের পদ্মা সেতু রেলওয়ে লিংক প্রকল্প (পর্যায় -১)। (০১-১১-২০০৯ হতে ৩১-১২-২০১৩)	৪৯৭৮৭১
উপ-আঞ্চলিক রেল পরিবহন প্রকল্পসমূহের প্রস্তুতিমূলক সুবিধার জন্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (০১-০৭-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১০০১২.৮৪
বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭০টি মিটার গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ। (০১-১০-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	২১২৯৭০.৮৪
বগুড়া-সদান্দপুর-জামতৈল মিটার গেজ লাইন নির্মাণ।	১১২২৯৩
মধ্যবর্তী বক সিগন্যালিং প্রর্বতনের মাধ্যমে ঢাকা এবং টঙ্গীর মধ্যে লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৪৩৪৪
পশ্চিমাঞ্চলের ঈশ্বরদী-দর্শনা সেকশনের ১৪টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৪)	১৬৮০০
পূর্বাঞ্চলের চিনকী আস্তানা-চট্টগ্রাম সেকশনের ১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ। (০১-০১-১১ হতে ৩০-০৬-১৩)	১৯০৮২
ভাঙ্গা-বরিশাল পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইন নির্মাণ (০১-০৭-২০১০ হতে ৩১-১২-১৪)	২৯৪০০০
ভাঙ্গা-যশোর পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইন নির্মাণ। (০১-০৪-২০১১ হতে ৩০-০৬-১৪)	১৫০০০০
ঈশ্বরদী-পার্বতীপুর সেকশনের ২০টি স্টেশন এবং রাজশাহী-আব্দুলপুর সেকশনে ৫টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ।	৩০০০০
দর্শনা-খুলনা সেকশনের ১৫টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ। (০১-০৪-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১৮০০০
২০ সেট (তিন ইউনিট এক সেট) বিজি ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৬৫৮০০
বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিবেশগত অডিট। (০১-০৫-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১২)	৩৫০
বাংলাদেশ রেলওয়ে আধুনিকায়ন প্রকল্প। (০১-০৪-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৪)	২৪৫০০০
ট্রেনিং মডিউলের উন্নয়ন এবং অন্যান্য লজিস্টিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমীর ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ।	১৭২৫০
বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ।	৩৪৫০
ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন ব্যবস্থা প্রবর্তন। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	৭৯৯৬৫০
"বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০ সেট (তিন ইউনিট এক সেট) ডিজেল হাইড্রলিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিএইচইএমইউ) সংগ্রহ"। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	৭২৮৫৫.২৫

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মোট ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা)
কর্ণফুলী নদীর ওপর (কালুরঘাট সেতুর নিকটে) ২য় রেল-কাম-রোড সেতু নির্মাণ। (০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৩)	১০৫০০০
জয়দেবপুর হতে পার্বতীপুর রেলওয়ে করিডোরে ডাবল লাইন নির্মাণের সমীক্ষাসমূহের জন্য কারিগরী সহায়তা। (০১-০৩-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১২)	১৬০০
টুঙ্গিপাড়া হতে ফকিরহাট এবং ফকিরহাট হতে বাগেরহাট, খুলনা ও মংলা পোর্ট এর সংযোগ রেললাইনসমূহ নির্মাণ। (০১-০৪-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৪)	১৫০০০০
আখাউড়া হতে আগরতলা পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৩৫০০০
বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৩০টি বিজি ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ। (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)।	৬০৭৭৯.৫১
বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০সেট (তিন ইউনিটে এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ। ((০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২)।	৩৩১৩২.৪২
বিমানে জ্বালানী পরিবহনের জন্য ১০০ টি এমজি বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৫টি এয়ারব্রেক সম্বলিত এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)।	৭৭০৭.৪৯

৪. বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের কয়েকটি ঃ

আর এন আই এম পি-১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ঠাকুরগাঁও-রাণীশংকৈল সড়ক

রংপুর-কুড়িগ্রাম সড়কে নির্মানাধীন তিস্তা সেতুর কাজ আগামী মে ২০১১ শেষ হবে

ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের সড়ক নির্মান কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে

চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রকল্প (CPTFP) এর আওতায় ১৪২০ মিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মিত হচ্ছে

৫. রেলওয়ের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ ঃ

জানুয়ারী, ২০০৯ এর পর হতে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত নিম্নোক্ত ৮ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) ।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের পুর্বাঞ্চলের আখাউড়া-সিলেট সেকশনের ১০টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের আখাউড়া স্টেশনের লোকোসেড, ইয়ার্ডসহ সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রি-মডেলিং।
- নোয়াখালী হতে চরভাটা (স্টীমার ঘাট) পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন বর্ধিতকরণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।
- ঢাকা-জয়দেবপুর মিটারগেজ সেকশনকে দ্বৈতগেজে রূপান্তর।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের আখাউড়া-সিলেট সেকশনের ১২টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পূর্বাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ। বাংলাদেশ রেলওয়ের ৬৫টি (সংশোধিত ৪৫টি-৩৬টি এমজি ও ৯টি বিজি) লোকোমোটিভ পুনর্বাসন।

৬. জুন ২০১১ এর মধ্যে সমাপ্তযোগ্য প্রকল্পসমূহ ঃ

২০১০-১১ অর্থ বৎসরে চলমান নীচের ২১টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায় ঃ

- বক্সীগঞ্জ-সানন্দাবাড়ী-চররাজিবপুর সড়কে সানন্দাবাড়ী সেতু নির্মাণ (১/৭/১৯৯৮-৩০/৬/২০১১)
- বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে কুয়েত ফান্ডের সহায়তায় ২৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দপদপিয়া সেতু নির্মাণ
- দিগপাইত-সরিষাবাড়ী সড়কের ৯ম কিলোমিটারে বাউসি সেতু নির্মাণ ও দিগপাইত-সরিষাবাড়ী তারাকান্দি সড়ক উন্নয়ন (১/৩/২০০৪-৩০/৬/২০১০)
- কালামপুর-কাউলিয়াপাড়া-বালিয়া (সাটুরিয়া সংযোগসহ) সড়ক উন্নয়ন (১/৫/২০০৬-৩০/৬/২০১১)
- নরসিংদী-মদনগঞ্জ সড়কের বাস্তুল পর্যন্ত ২৯ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ (১/১/২০০৬-৩০/০৬/২০১১)
- আনোয়ারা-বাঁশখালী-চকোরিয়া সড়ক উন্নয়ন (১/৭/২০০২-৩০/৬/২০১০)
- চট্রগ্রাম-কাপ্তাই সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (সংশোধিত) (১/৭/২০০৫-৩১/১২/২০১০)
- ইলিয়টগঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-শ্রীকাইল-নবীপুর সড়ক উন্নয়ন (১/৭/২০০২-৩০/৬/২০১১)
- ক্যাপ্টেন লিক সড়ক উন্নয়ন (সংশোধিত) (১/৭/২০০৪-৩১/১২/২০১০)
- পাঁচকিত্তা-নাগেরকান্দি সড়ক উন্নয়ন (সংশোধিত) (১/৭/২০০৬-৩০/৬/২০১১)
- মাধবপুর-রাজাচাপিতলা সড়ক উন্নয়ন (সংশোধিত) (১/৭/২০০৬-৩০/০৬/২০১০)
- বেতগ্রাম-তালা-পাইকগাছা-কয়রা সড়কের ৩৩তম কিলোমিটারে শিবসা নদীর উপর শিবসা সেতু ও ৫১তম কিলোমিটারে কয়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (১/৭/২০০০-৩০/০৬/২০১০)
- গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ সড়কের ৭তম কিলোমিটারে শৈলমারী নদীর উপর বটিয়াঘাটা সেতু নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) (১/৭/২০০০-৩১/১২/২০১০)
- সিরাজগঞ্জ-রায়গঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (১/৭/২০০৪-৩০/৬/২০১১)
- পাবনা থেকে বাঁধেরহাট ভায়া নাজিরপুর ফেরীঘাট হয়ে রাজবাড়ী জেলার সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ (১/৭/২০০৪-৩০/৬/২০১১)
- চাটমোহর-হান্ডিয়াল-হামকুড়িয়া সড়ক উন্নয়ন (১/১২/২০০৬-৩০/৬/২০১১)
- পাবনা-পাকশী নদীবন্দর (লালনশাহ্ সেতু এপ্রোচ-ঈশ্বরদী ইপিজেড) সড়ক নির্মাণ (০১/০১/২০০৯-৩১/১২/২০১১)
- কাশীনাথপুর-কাজিরহাট সড়ক উন্নয়ন এবং কাজিরহাট ফেরীঘাট এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ (০১/০১/২০০৯-৩০/০৬/২০১১)
- পাগলাপীর-ডালিয়া-তিস্তা ব্যারেজ সড়ক নির্মাণ (১/১০/২০০৬-৩০/০৬/২০১১)
- বাংলাদেশ-মায়ানমার সরাসরি সংযোগ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে স্টাডি ও ডিজাইন (১/৪/২০০৮-৩০/৯/২০১০)
- Preparing the Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Corridor (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১১)

৭. অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ ঃ

২০১০-২০১১ অর্থবছরের আরএডিপিতে ১৬১ টি প্রকল্প বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদনের লক্ষ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। উক্ত ১৬১ টি প্রকল্পের মধ্যে ১৪৫ টি প্রকল্প সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে এবং ১৬ টি প্রকল্প বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.১. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ঃ

৭.১.১. দেশীয় অর্থায়নে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ ঃ

- গৌরীপুর-কচুয়া-হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষীপুর সড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
- কোটালীপাড়া-রাজৈর সড়ক নির্মাণ। (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
- টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ সড়কে ননমটরাইজড ভেহিক্যাল লেন নির্মাণ। (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
- মাদারীপুর (মোস্তফাপুর) ভায়া কাজীরটেক ব্রীজ হতে শরীয়তপুর সড়কটি ৪ লেনে উন্নীতকরণ। (১/১/২০১১-৩০/০৬/২০১৪)
- সীমান্ত (হাতিপাগার-সন্ধ্যাকুড়া-ধনুয়া-কামালপুর) সড়ক নির্মাণ। (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
- ইটনা-বড়ইবাড়ী-চামড়াঘাট সড়ক উন্নয়ন। (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
- গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা আঞ্চলিক মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে চরসিন্দুর নামক স্থানে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ৪৩৩.৬৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ। (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
- রৌমারী-তুরা স্থল বন্দর সড়ককে (৩ টি সেতু সহ) জাতীয় মহাসড়ক হিসাবে নির্মাণ। (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
- টেকনাফ-শাহ্পরীর দ্বীপ সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ। (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
- মতলবে ধনাগোদা নদীর উপর ব্রীজ (মতলব সেতু) নির্মাণ। (১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
- নেত্রকোণা-মদন (আটপাড়া সংযোগসহ) সড়ক উন্নয়ন। (১/১/২০১১-৩০/০৬/২০১৪)
- নেত্রকোণা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন। (১/১/২০১১-৩০/০৬/২০১৪)

৭.১.২. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ ঃ

- বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কে লেবুখালী সেতু নির্মাণ
- ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ২য় মেঘনা-গোমতী সেতু নির্মাণ
- ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ২য় মেঘনা সেতু নির্মাণ
- জয়দেবপুর-চন্দ্রা-বঙ্গবন্ধু সেতু-হাতিকামরুল সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ (এডিবি অর্থায়নে)
- ফরিদপুর-বরিশাল সড়ক উন্নয়ন (এডিবি অর্থায়নে)
- ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা সড়ক উন্নয়ন (এডিবি অর্থায়নে)
- বেনাপোল-ভাটিয়াপাড়া সড়ক উন্নয়ন (এডিবি অর্থায়নে)
- বগুড়া-নাটোর রোড উন্নয়ন (এডিবি অর্থায়নে)

৮. ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম ঃ

ই-গভর্ননেন্স বাস্তবায়ন ঃ Central Management System (CMS) এবং Project Monitoring System (PMS) এর মাধ্যমে সওজ এর প্রকল্পসমূহের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিংয়ের কাজ করছে। বর্তমানে CMS এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত (প্রধান প্রকৌশলী পর্যন্ত) অগ্রগতির তথ্য পর্যবেক্ষনসহ প্রকল্প মনিটরিং সার্বক্ষনিক ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়াও সওজের সকল টোল সড়ক ও সেতুর যাবতীয় টোলের হার Web Site এ প্রদান করা হয়েছে।

ই-টেন্ডার বাস্তবায়ন ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সিপিটিইউ e-Government Procurement (e-GP) সম্পর্কিত নির্দেশিকা অনুযায়ী ইন্টারনেটের মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান ও দরপত্র দাখিলের প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের কাজ পর্যায়ক্রমে প্রায় সম্পন্ন করেছে। জানুয়ারি ২০১১ নাগাদ প্রাথমিকভাবে ৪টি সড়ক বিভাগে ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট ও নাটোর e-tender চালু হবে। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা গেলে সরকারী কাজ, সেবা ও সরবরাহ ক্রয় পদ্ধতিতে গতিশীলতা আসবে এবং ক্রয় প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ হবে ।

বিআরটিএ কর্তৃক অন-লাইন পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন ঃ বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পদক্ষেপ বাস্তবায়ন এবং গ্রাহক হয়রানি লাঘবে মোটরযানের কর ও ফি জমাদান সহজ ও স্বচ্ছ করার উদ্দেশ্যে অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযান কর ও ফি আদায় করার কার্যক্রম গত ১৪-১১-২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল জেলায় মোটরযানের কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে আদায় করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিআরটিএ'র অন-লাইন পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায় কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন

সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাসকল্পে পেশাজীবি গাড়ী চালকদের প্রশিক্ষণ

সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাসকল্পে পেশাজীবি গাড়ী চালকদের বিশেষতঃ বাস ও ট্রাক চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় কর্তৃক ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ১২টি ব্যাচে ২৪ দিনব্যাপী কর্মসূচীর মাধ্যমে ৪৮০ জন গাড়ী চালককে প্রশিক্ষণ প্রদান

করা হয়। এছাড়া সারা দেশের ৩২টি সার্কেলে মোট ৮২৫০ জন পেশাজীবি গাড়ী চালককে অনুরূপ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ১৮০০০ পেশাজীবি গাড়ী চালককে অনুরূপ প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পেশাজীবি গাড়ী চালকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধন

পরিবহণ সেক্টরে পরিবেশ বান্ধব উন্নত সেবা নিশ্চিত করণ

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য বিআরটিসি ২০১০ সালের মে মাসে চীন হতে ১০০টি একতলা সিএনজি বাস সংগ্রহ করে। এ বাস গুলি ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান যাত্রী পরিবহনে ভূমিকা রাখছে।

বি আর টি সি'র বহরে ১০০ টি বাস সংযোজন

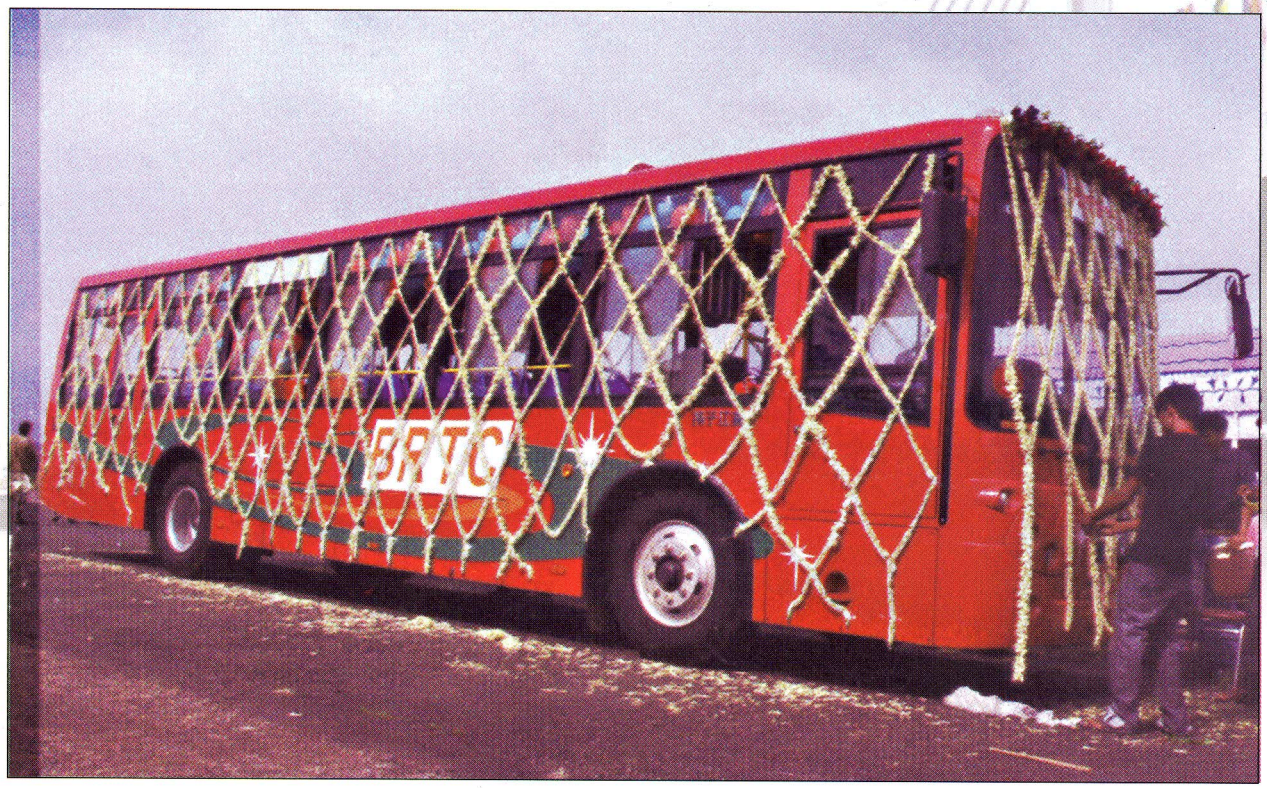

বি আর টি সি'র বহরে সংযোজনকৃত নতুন বাস

একই উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৭৫টি সিএনজি একতলা বাস জুন ২০১১ এর মধ্যে বিআরটিসি'র বাস বহরে যুক্ত হবে। এছাড়া অন্য দুইটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি সিএনজি একতলা বাস কোরিয়া হতে এবং ভারত হতে ৩০০টি দ্বিতল বাস, ১০০টি একতলা বাস ও ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আগামী জুন-২০১১ নাগাদ বাসসমূহ সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

বাংলাদেশ রেলওয়েতে নতুন ট্রেন/সার্ভিস চালুকরণঃ

যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে ১৫-০৯-২০১০ তারিখে মোবাইলে টিকেটের তথ্যাদি এবং ০৪-০৩-২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মোবাইলে/অন-লাইনে টিকেট কাটার সুবিধা প্রবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা, ঢাকা বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী স্টেশনসমূহ থেকে সকল আন্তঃনগর ট্রেনের সকল গন্তব্যের টিকেট মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্রয়ের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে এ পর্যন্ত তিন জোড়া নতুন কমিউটার ট্রেন, দুই জোড়া নতুন ইন্টারসিটি ট্রেন, দুই জোড়া নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা হয়েছে এবং আটটি রুটের ট্রেন সার্ভিস বর্ধিত করা হয়েছে:

- ১৪ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে 'সিল্ক সিটি' ট্রেন সার্ভিসটি ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন হতে ঢাকা স্টেশন পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ১৪ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে 'নীলসাগর' আন্তঃনগর ট্রেনটি ঢাকা-সৈয়দপুরের পরিবর্তে ঢাকা-নীলফামারী পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

- ১৩ জুলাই, ২০০৯ তারিখে ঢাকা-নারায়নগঞ্জ এর মধ্যে একজোড়া এবং ঢাকা-জয়দেবপুরের মধ্যে দুই জোড়া 'তুরাগ এক্সপ্রেস' নামে নতুন কমিউটার ট্রেন চালু করা হয়েছে।
- ২৩ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখে রাজশাহী-ঢাকা'র মধ্যে 'ধুমকেতু এক্সপ্রেস' নামে একজোড়া নতুন ইন্টারসিটি ট্রেন চালু করা হয়েছে।
- ১২ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে লালমনিরহাট-বুড়িমারী রুটে 'বুড়িমারী এক্সপ্রেস' নামে একজোড়া নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে।
- ১২ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে 'উত্তরবঙ্গ মেইল' দিনাজপুরের পরিবর্তে সান্তাহার-ঠাকুরগাঁও পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ১২ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে 'বগুড়া এক্সপ্রেস' সান্তাহার-গাইবান্ধার পরিবর্তে সান্তাহার-লালমনিরহাট পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ১২ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে 'দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস' এর রুট দিনাজপুর-বগুড়া হতে সান্তাহার পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ১২ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে 'দিনাজপুর কমিউটার' এর রুট লালমনিরহাট-বিরল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে ঢাকা-ময়মনসিংহ চলাচলকারী 'বলাকা এক্সপ্রেস'-কে কমিউটার ট্রেনে রূপান্তর করা হয়েছে।
- ০২ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ তারিখে চিত্রা ট্রেনের সার্ভিস ঢাকা স্টেশন পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ২৫ মে, ২০১০ তারিখে সুন্দরবন ট্রেনের সার্ভিস ঢাকা স্টেশন পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ০১ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে 'চট্টলা এক্সপ্রেস' নামে একজোড়া নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে।
- ১২ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে বোনারপাড়া-দিনাজপুর এর মধ্যে 'রামসাগর এক্সপ্রেস' নামে একজোড়া নতুন ইন্টারসিটি ট্রেন চালু করা হয়েছে।

৪ঠা মার্চ, ২০১০ তারিখে বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটারে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের টিকেট বিক্রয়ের শুভ উদ্বোধন করেন

২০ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী নতুন কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনার শুভ উদ্বোধন করেন

বাংলাদেশ রেলওয়ের চলমান প্রকল্পসমূহ ঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪৩টি প্রকল্প চলমান আছে, যার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)

- বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪৬টি (৪০টি এমজি এবং ৬টি বিজি) ডি,ই লোকোমোটিভ সংগ্রহ । (০১/০৭/৯৬ হতে ৩০/০৬/২০১২)
- তারাকান্দি হতে যমুনা সেতু পর্যন্ত রেলওয়ে সংযোগ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (০১/০৭/৯৯ হতে ৩১/১২/২০১০)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (০১/০৭/০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪)
- ১) সিগন্যালিংসহ টঙ্গী - ভৈরব বাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ। (০১/০৭/০৬ হতে ৩০/০৬/২০১১)
- ২) বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার। (০১/০৭/০৬ হতে ৩০/০৬/২০১১)
- ১টি বিজি ও এমজি মিক্সড আন্ডার ফ্লোর হুইল লেদ মেশিন সংগ্রহ। (০১/০৭/০৬ হতে ৩০/০৬/২০১২)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ৬৫টি (৫৬টি এমজি ও ৯টি বিজি) লোকোমোটিভ পুনর্বাসন (সংশোধিত ৪৫টি - ৩৬টি এমজি ও ৯টি বিজি লোকোমোটিভ)। (০১/০৭/০৪ হতে ৩১/১২/২০১০)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের ফৌজদারহাট-সিজিপিওয়াই-এসআরভি -চট্টগ্রাম সেকশনের পুনর্বাসন। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১১)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭৭টি মিটার গেজ বিসি ওয়াগনের ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রূপান্তরকরণ। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১১)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজশাহী-রোহনপুর বর্ডার এবং আমনুরা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সেকশন সমূহের পুনর্বাসন। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১১)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের লালমনিরহাট-বুড়িমারী সেকশনের পুনর্বাসন। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১১)

- ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে লাইনের পুনর্বাসন। (১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১১)
- খুলনা রেলওয়ে স্টেশন ও ইয়ার্ড রি-মডেলিং এবং বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনের অপারেশনাল সুবিধাদির উন্নয়ন। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১২)
- জরুরী বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত পুনর্বাসন প্রকল্প/২০০৭। (০১/১১/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১০ প্রস্তাবিত ৩০/০৬/২০১১) ১ম সংশোধিত।
- কন্টেইনার পরিবহনের জন্য এয়ার ব্রেক সম্বলিত ৫০টি এমজি ফ্ল্যাট ওয়াগন (বিএফসিটি) এবং ৫টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১১)
- ঢাকা- চট্টগ্রাম রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/১৪)
- ১) পাহাড়তলী ওয়ার্কসপ উন্নয়ন। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/১১)
- ২) ১১ টি মিটার গেজ লোকোমোটিভ সংগ্রহ। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/১২)
- ৩) কনসালটেন্সী ইঞ্জিঃ সার্ভিসেস ফর ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/১৩)।
- ৪) লাকসাম এবং চিনকীআস্তানার মধ্যে ডাবল লাইন ট্র্যাক নির্মাণ। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/১৩)
- ৫) চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ইয়ার্ড রি-মডেলিং। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের গৌরীপুর-জারিয়াঝাঞ্জাইল এবং শ্যামগঞ্জ-মোহনগজ সেকশনের পুনর্বাসন। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/২০১২)
- বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তে ট্র্যাকের ওপর লোড মনিটরিং ডিভাইস স্থাপন। (০১-০১-২০০৯ হতে ৩১-১২-২০১০)
- ২০০ টি এমজি এবং ৬০টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী পুনর্বাসন। (০১-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩)
- রপ্তানী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (০১-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশন সমুহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ। (০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১২)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর -চিলাহাটি সেকশনের পুনর্বাসন। (০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১২)
- জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ। (০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর রেলপথ পুনঃচালুকরণ এবং পুকুরিয়া-ভাঙ্গা রেলপথ নির্মাণ। (০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত মিটারগেজ সিংগেল লাইন রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ। (০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৮০টি বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। (০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১২)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১২৫টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। (০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩।)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য "১০টি ব্রড গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্প। (০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩।)
- কন্টেইনার পরিবহনের জন্য এয়ার ব্রেক সম্বলিত ৫০টি ফ্যাট ওয়াগন (বিএফসিটি) ও ৫টি এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। (০১/০৮/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১২।)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের কালুখালী-ভাটিয়াপড়া সেকশনের পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ। (০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪)
- ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ। (০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের লাকসাম-চাঁদপুর সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৩।)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ। (০১-০৮-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৪)
- সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপ আধুনিকীকরণ। (০১/০১/০৯ হতে ৩০/০৯/২০১২)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় এবং কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর। (০১/০২/০৯ হতে ৩১/০১/২০১২)।

- ময়মনসিংহ-জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সেকশনের পুনর্বাসন। (০১/০৩/০৯ হতে ৩০/০৬/২০১২)
- দূর্ঘটনায় রিলিফ ট্রেন হিসাবে ব্যবহারের জন্য ৬০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি এম জি এবং ৮০ টন মতা সম্পন্ন ১টি বিজি ক্রেন সংগ্রহ। (১৫/০৩/০৯ হতে ৩০/০৯/২০১১)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার জন্য কারিগরী সহায়তা। (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/০৬/১২)
- বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতার সমীক্ষা, সেফগার্ড পলিসি সমীক্ষা, বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ও টেন্ডারিং সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরী সহায়তা। (০১/০৫/০৮ হতে ৩০/০৪/২০১০)
- বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে "রপ্তানী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তুতির জন্য কারিগরী সহায়তা। (০১/০৭/০৮ হতে ৩১/০৩/২০১০
- খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ।(৩১/১২/১০ হতে ৩১/১২/২০১৩)
- ১৫০ এমজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ।(০১/১২/১০ হতে ৩০/০৬/২০১২)
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২৬৪টি এমজি কোচ ও ২টি বিজি ইন্সপেকশন কার সংগ্রহ। (২০-১০-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)।
- কনটেইনার পরিবহণের জন্য ১৭০টি এমজি ফ্ল্যাট বগি ওয়াগন এবং ১১টি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। (২০-১০-২০১০ হতে ৩১-১২-২০১২)।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ফতেয়াবাদ-নাজিরহাট এবং ষোলশহর-দোহাজারী সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-৭-২০১০ হতে ৩১-১২-২০১২)

৯. পদ্মা সেতু নির্মাণের সাথে সড়ক ও রেল যোগাযোগ সামঞ্জস্যকরণ ঃ

পদ্মা সেতু চালুর দিন থেকে পদ্মা সেতুতে রেলযোগাযোগ চালুর লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা

পদ্মা সেতু দেশের দক্ষিণাঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে। পদ্মা সেতু চালুর দিন থেকে (ডে-ওয়ান) পদ্মা সেতুতে রেলসংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ভাঙ্গা হতে জাজিরা হয়ে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে মাওয়া পর্যন্ত (প্রায় ৪২ কিঃমিঃ) নতুন ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) উক্ত রেলপথের সার্ভে ও বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ন এর জন্য অর্থায়নে সম্মত হয়েছে। বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্যও এডিবি ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানে সম্মত হয়েছে। উক্ত ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে ভাঙ্গা হতে জাজিরা হয়ে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে মাওয়া পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে পদ্মা সেতু চালুর দিন থেকেই রেল যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে। অর্থায়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে মাওয়া হতে ঢাকা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

উক্ত পদ্মা সেতু রেল লিংক পর্যায়-১ রেলপথটি ভাঙ্গা হয়ে ফরিদপুর-পাচুরিয়া দিয়ে বিদ্যমান রেলপথের সাথে সংযুক্ত হবে এবং সে লক্ষ্যে পাচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ (৬০.১০ কিঃমিঃ) পুনঃচালু করার কাজ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প গত ১৭-০৮-২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

এছাড়াও বর্তমান সরকার দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে পদ্মা সেতুর সাথে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত প্রকল্পসমুহ গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে -

- কাশিয়ানী হতে গোপালগঞ্জ হয়ে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত (প্রায় ৫৫ কিঃমিঃ) নতুন ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ এবং কালুখালী হতে ভাটিয়াপাড়া পর্যন্ত (৮০.২৫ কিঃমিঃ) রেলপথ পুনর্বাসনঃ প্রকল্পটি গত ০৫-১০-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- ঈশ্বরদী হতে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত (৭৮কিঃমিঃ) নতুন ব্রডগেজ রেলপথ এবং ঐ এলাকায় পদ্মার ওপর রেলসেতু নির্মাণঃ প্রকল্পটি গত ০৫-১০-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- ভাঙ্গা হতে নড়াইল হয়ে যশোর পর্যন্ত প্রায় ৭০ কিঃমিঃ ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণঃ এডিবি কর্তৃক সমীক্ষা সম্পাদনের পর ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
- ভাঙ্গা হতে মাদারীপুর হয়ে বরিশাল পর্যন্ত (প্রায় ১০০ কিঃমিঃ) ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ ঃ অভ্যন্তরীণ কমিটির সভার পর ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।

১০. ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে গৃহীত কার্যক্রমঃ

ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন বোর্ড (ডিটিসিবি) ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে উত্তরা-আজিমপুর রুটে বাস রুট ফ্রান্সসাইজ পাইলট ভিত্তিতে চালু করেছে। এছাড়া গাজীপুর-হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর এবং বিমানবন্দর-সদরঘাট রুটে বাস রেপিড ট্রানজিট চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা চলছে এবং আশা করা যায়, ২০১৩ এর মধ্যে গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর পর্যন্ত বাস রেপিড ট্রানজিট চালু করা সম্ভব হবে।

রেলভিত্তিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে JICA কর্তৃক MRT Line-6 এর Fesibiliby Study সমাপ্ত হয়েছে এবং Alignment চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে। Strategic Transport Plan (STP)-তে উল্লিখিত MRT Line-6 এর চূড়ান্ত রুট এলাইনমেন্ট হবে উত্তরা (৩য় ফেজ)-পল্লবী-রোকেয়া স্মরণী-বিজয় স্মরণী-ফার্মগেট-শাহবাগ-দোয়েলচত্বর-প্রেসক্লাব-মতিঝিল।

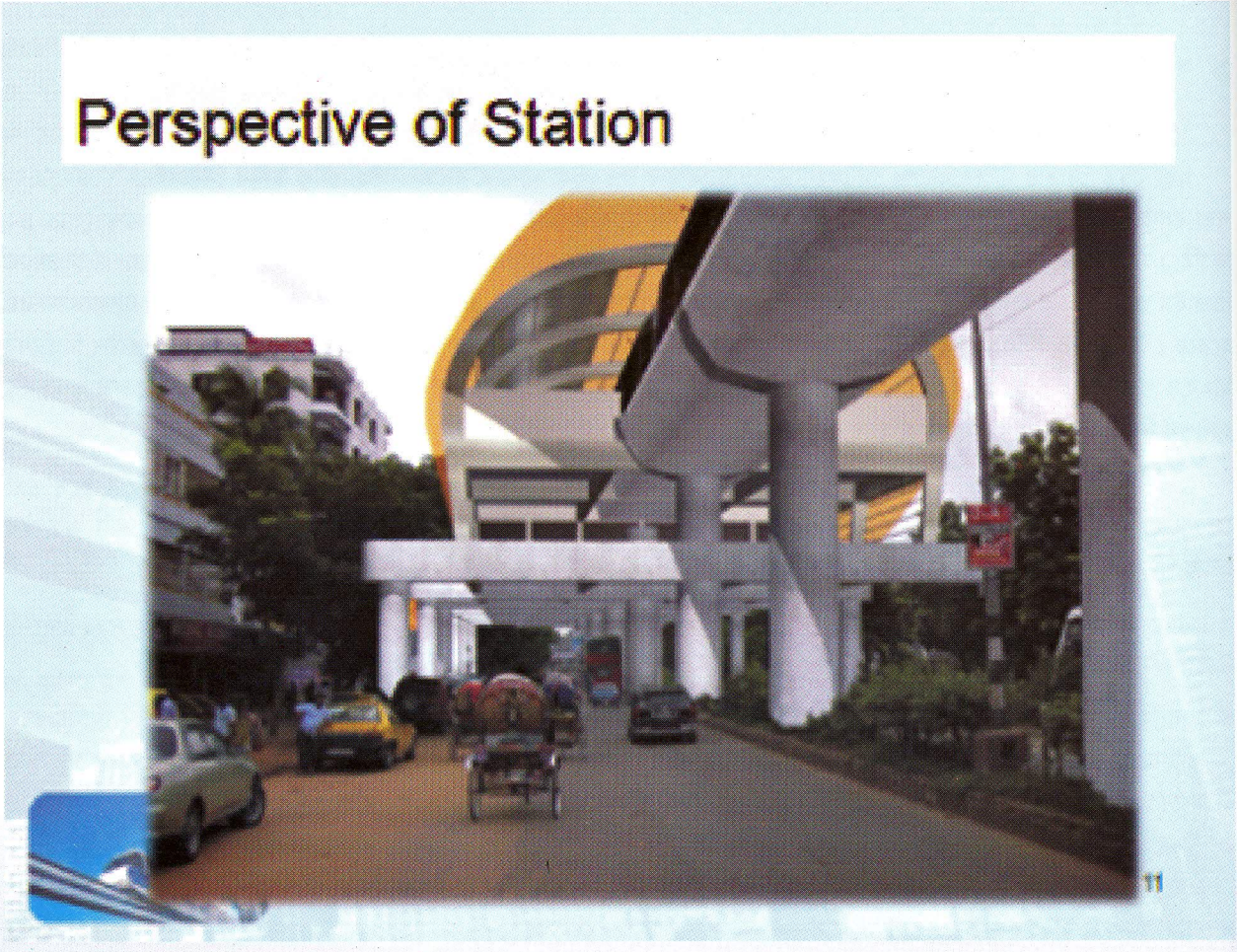

MRT ROUTE-6

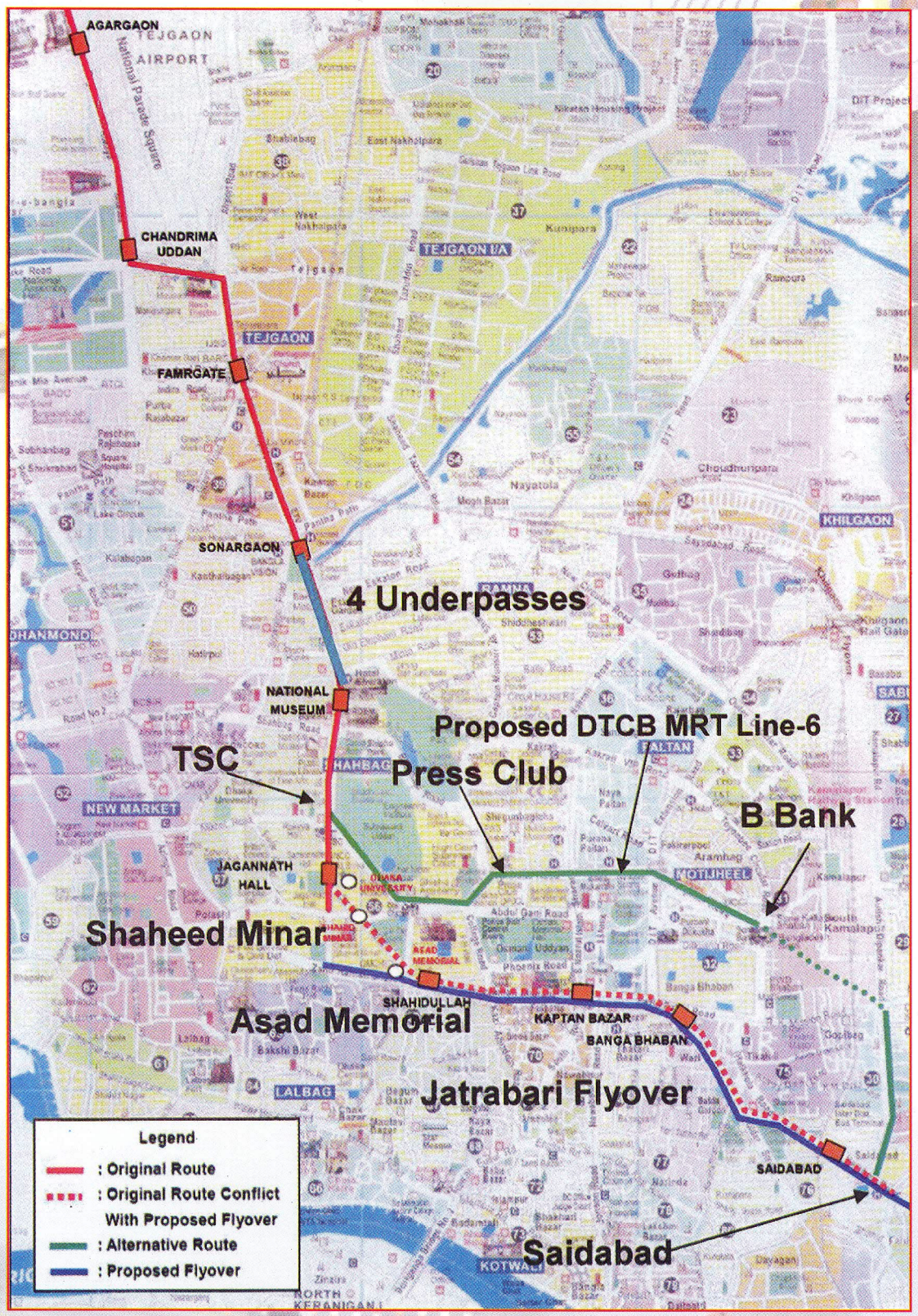

MRT Line-6 এর চূড়ান্ত রুট এলাইনমেন্ট

(উত্তরা (৩য় পর্ব)-পল্লবী-রোকেয়া স্মরণী-বিজয় স্মরণী-ফার্মগেট-শাহবাগ-দোয়েলচত্বর-প্রেসক্লাব-মতিঝিল)

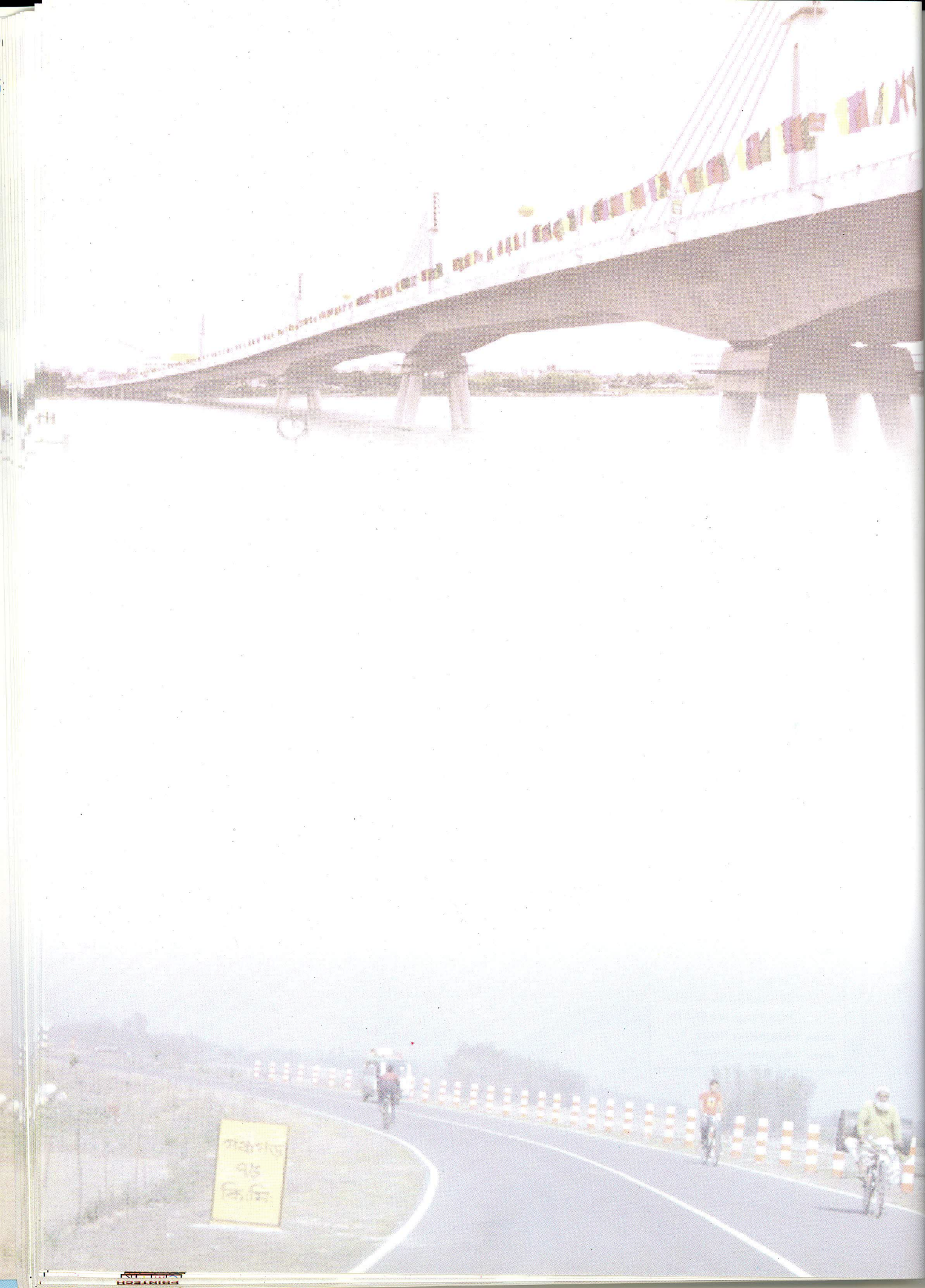

মহাখালি বাস টার্মিনালে সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাসকল্পে গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রকল্প (CPTFP) এর আওতায় ১৪২০ মিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মিত হচ্ছে

প্রকাশনায়: বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)